Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 32 | For private circulation only | Estd. 1951 | June 2023

বিশপের পত্র ।। সকলকে নমস্কার জয় যীশু ।। 'গ্রীন ডায়োসিস মুভমেন্ট' ।।

"পরে ইশ্বর কাহিলেন ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ঔষধী ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক তাহাতে সেরূপ হইল। ফলত ঃ ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বিজোৎপাদক ঔষধি, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম"।

- আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ১১ - ১২ পদ।

বারাকপুর ডায়োসিসের প্রিয় - সভ্য- সভ্যাগণ প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের প্রতি শুভেচ্ছা ও সম্মান এবং প্রনাম জানাই, ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। অর্থাৎ সারা বিশ্বের পরিবেশ যেন সুস্থ সুন্দর থাকে সেই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার দিন। বিশ্ব পরিবেশ কলুষিত ও দূষিত হচ্ছে দিন-প্রতিদিন। বাতাসে কার্বনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। যা সমগ্র সৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক ও ধ্বংসকারক। একে প্রতিহত করার উপায় হচ্ছে কার্বনের মাত্রা কমিয়ে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন উৎপাদন করা। এই অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য প্রচুর গাছ-গাছালি দরকার। কেননা একমাত্র গাছই আমাদের অক্সিজেন যোগান দিয়ে থাকে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস সেইদিন সৃষ্টি হয়েছিল যেদিন সদাপ্রভু ইশ্বর সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রকৃতি ও সবুজ বনানীর সৃষ্টি করেছিলেন। যা দেখে পরম পিতা ঈশ্বর মুগ্ধ হয়ে বলেছিলে - 'সে সকল উত্তম'। আমরা খৃষ্টবিশ্বাসী ভাই বোনেরা আমাদের ঈশ্বর আমাদের জন্য এই সুন্দর সবুজ প্রকৃতি উপহার দিয়েছেন। যা থেকে আমরা আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় - ফুল, ফল, ওষুধ, খাদ্য ব্যবহার সামগ্রী, জ্বালানী, বাসস্থান সহ এক কথায় মানবিক জীবনের সত্তর শতাংস চাহিদা পুরণ হয়। এই সবুজ প্রকৃতি বৃদ্ধি করার দায়িত্ব দিয়েছেন, তাকে যেন আমরা মান্যতা দিয়ে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কিভাবে এই সবুজ প্রকৃতিকে আরো সবুজতর করতে পারি ?

প্রিয় সভ্য-সভ্যাগণ, ডায়োসিসের সকল কমিটি ও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান আপনাদের কাছে আমার আবেদন আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন আর চার্চ প্রঙ্গনে, কবরস্থানে, স্কুলে স্কুলে, বাড়িতে বাড়িতে, বিভিন্ন ধরনের **'গাছ লাগান'**। **'গাছ উপহার দিন'**। ভালোবেসে প্রিয়জনকে গাছ উপহার দিন। তেমনি ভালোবেসে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নামে একটি করে গাছ চার্চকে দান করুন ও চার্চ প্রঙ্গনে নিয়ে এসে লাগিয়ে দিন চার্চ কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী বা নির্দিষ্ট স্থানে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া দেওয়ার পরিবর্তে টব সহ গাছ বা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ উপহার দেওয়া শুরু করুন। ফুলের তোড়া দিলে আপনার ভালোবাসার স্থায়িত্ব অনুষ্ঠান পর্যন্ত তার পরে ফেলে দেওয়া হবে। আপনার উপহার সরূপ টব সহ গাছ বা অন্যান্য গাছ উপহার দিলে সেই বাড়িতে আপনার ভালোবাসার গাছ থেকে যাবে। তাই আপনার ভালোবাসার স্বরূপ গাছ উপহার দেওয়ার ট্রাডিশন তৈরী হোক। পরিবেশ দিবস শুধুমাত্র একদিন নয়, শুধুমাত্র জুন মাস নয় কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সম্মান জানিয়ে সারা বছর আমরা গাছ লাগিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করতে পারি। তবেই এই দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

অতীতে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মিশনারীরা ও অনেক সভ্য-সভ্যাগণ তারা চার্চ প্রাঙ্গনে প্রতি বছরে বিভিন্ন ধরনের মুল্যবান ফল ও কাঠের গাছ ও অর্থকরী বাঁশগাছ লাগিয়ে আমাদের বহু পাস্টোরেট বা মিশন প্রাঙ্গনকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও আর্থিক ভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু যখনই আমাদের স্থানীয় ভাবে অর্থের প্রয়োজন হয়েছে ও হয় তখনই গাছ কেটে বিক্রি করে অনেক ছোটোছোটো প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করি। ইতিমধ্যে অনেক গাছ কেটে ফেলেছি। তাই প্রতিটি পাস্টোরেট কমিটি, প্রতেক পাদরীবাবুদের গাছ লাগাতে বলছি। আমরা চাই আমাদের ডায়োসিস - **'গ্রীন ডায়োসিস'** হয়ে উঠুক। এই বছরে আমাদের ডায়োসিসের লক্ষ্য মাত্রা হচ্ছে ২৩ টি পাস্টোরেট ও ১০৪ টি মন্ডলী এবং ১০০ টার কাছে সরকারী বেসরকারী স্কুল সকলে মিলে কমপক্ষে ৫০ হাজার গাছ লাগিয়ে তাকে যত্ন করুন। বিশপ বলেছেন বলে লাগাতে হয় লাগাচ্ছি দয়া করে তা করবেন না। আমরা চাই আমাদের ডঅয়োসিসের ভিতরে **'গ্রীন ডায়োসিস মুভমেন্ট'** হোক। সমগ্র ডায়োসিস জুড়ে এই বছরে ৫০ হাজার গাছ লাগানো সম্ভব হবে আপনাদের উৎসাহ ও সহযোগিতায়। আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, সুন্দর রাখুন, সুরক্ষিত রাখুন। আমেন।

আপনাদের সেবক
বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী
বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়।। বারাকপুর ডায়োসিসের মেডিক্যাল মিশন গড়ে উঠুক

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা নমস্কার প্রনাম ও সম্মান জানাই।

আপনাদের জানাতে চাই যে একসময় বারাকপুর ডায়োসিসের অন্তগর্ত বিভিন্ন পাস্টোরেট মেডিক্যাল ডিসপেন্সারী ছিল মেটারনিটি সেন্টার ছিল, হাসপাতাল ছিল। বিশেষত বিখ্যাত দয়াবাড়ী হাসপাতাল। এই মেডিক্যাল সংস্থা কেন গড়ে উঠেছিল কারণ বিনা খরচে সাধারন মানুষকে মেডিক্যাল ফেসালিটি দেওয়া ছিল মূল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য তৈরী হয়েছিল বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার প্রভু যীশু খৃষ্টের আদর্শ সেবা শিক্ষার কারণে। প্রভু যীশু কত রোগীকে সুস্থ করেছিলেন তাই আমার আবেদন পাস্টোরেটের যে সকল মেম্বাররা ডাক্তার, নার্স (সরকারী অথবা বেসরকারী) স্বাস্থ্য কর্মী, স্বাস্থ সেবায় যুক্ত আছেন তাদের তালিকা তৈরী করে তাদের নিয়ে একটি সমন্বয় গড়ে তোলা যায় কিনা সেই চেষ্টা করা দরকার। আমাদের অনেক পাস্টোরেট শহর কেন্দ্রীক। অনেক পাকা বাড়ী আছে। অনেক বাড়ী পড়ে থাকে। এই গৃহগুলো সংস্কার করে স্বল্প মূল্যে ডাক্তার বসিয়ে মেডিক্যাল ইউনিট গড়ে তোলা তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে আমাদের। বিনা পয়সায় নয়। ডাক্তারি ভিজিট সামান্য অর্থের বিনিময়ে। এই মেডিক্যাল ইউনিটগুলি রক্ষনা বেক্ষন করতে হবে। তাহলে সব দিক দিয়ে ভালো হবে। এই সেবার মাধ্যমে আমাদের প্রচারকাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। বারাকপুর ডায়োসিসের মেডিক্যাল মিশন গড়ে তোলার লক্ষে আমাদের অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করতে হবে। ডায়োসিসের পরিচালন সমিতিকে ডায়োসিসের উন্নয়নে সুপরামর্শ দিন এবং আমাদের জন্য ও নব নিযুক্ত মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর জন্য প্রার্থনা করবেন। আপনাদের জীবনে ঈশ্বর আর্শীবাদ করুন।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
সুকল্যাণ হালদার
সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

বি ডি টি এর রিপোর্ট এপ্রিল - মে- জুন ।। দীপঙ্কর গায়েন

১। সোনাটিকারী সেন্ট পল'স চার্চ, খাড়ি পাস্টোরেট। চার্চের পাশের পুকুরের পাড় ভরিয়ে মাঠ বড় করা হয়েছে।

২। কুমড়ো খালি পাস্টোরেটের ওল্ড প্রোপার্টির মিউটেশনের কাজ শুরু হয়েছে

৪। খাড়ি পাস্টোরেটের জটা তারক মন্ডলীর কবরস্থানের মাটি আটকে রাখার জন্য যৌথভাবে ৫০ ফুট প্রাচীর দেওয়া হয়েছে।

৫। চাপড়া পাস্টোরেটের অর্ন্তগত বাহিরগাছি মন্ডলীর গীর্জাঘরের সংস্কার চলছে।

৬। শোলুয়া পাস্টোরেটের বলিউড়া মন্ডলীর গীর্জাঘরের নতুন ছাদ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

৭। ঝাঁঝরা পাস্টোরেটের অর্ন্তগত ২ নম্বর পুরোহিত কোয়ার্টার নতুনভাবে আধুনিক রূপে তৈরী করা হয়েছে।

৮। কাঁচড়াপাড়া ইমানুয়েল মন্ডলীর কমিউনিটি সেন্টার তৈরীতে আংশিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ।

৯। কুমড়োখালি পাস্টোরেটের অধীনস্ত ফুলবাড়ী মন্ডলীর জমি জায়গার মিউটেশনের কাজ চলছে।

১০। ক্যানিং পাস্টোরেটের অধীন বামনপুকুর মন্ডলীর জমি জায়গার মিউটেশনের কাজ চলছে।

১১। গোসাবা পাস্টোরেটের অধীন পাখীরালয়ে নতুন চার্চ বিল্ডিং হয়েছে যৌথভাবে।

১২। বারাকপুর পাস্টোরেটের অধীন ওয়েসলী মন্ডলীর দুটি পুরোহিতভবনের নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে।

১৩। রাঘবপুর পাস্টোরেটের অধীন নূরশিকদারচক মন্ডলীর কবরস্থানের জন্য জমি কেনা হয়েছে।

১৪। ক্যানিং পাস্টোরেটের সুপারিনটেনডেন্ট'স কোয়ার্টার সংস্কার এর কাজে আংশিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

১৫। মগরাহাট, চাপড়া, পাস্টোরেটের প্রোপার্টি ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে।

১৬। কেওড়াপুকুরে রাস্তার ধারে যে জমি দীর্ঘদিন পুলিশের দখলে ছিল তা বিডিটি এর সম্পাদকের তদারকিতে বিডিটি এর ফান্ড থেকে আলাদা অর্থ দিয়ে পুলিশি দখল উচ্ছেদ করে জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

DYFC এর বারাকপুর জোনাল ইউথ কনফারেন্স

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের যুবক - যুবতীদের সার্বিক উন্নয়ণে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার মাধ্যমে ও কর্মসূচীর মাধ্যমে যুব উন্নয়ণে নব জোয়ার এনেছেন ডায়োসিসের অভ্যন্তরে। গত ৩রা এবং ৪ঠা জুন বারাকপুর জোনের জোনাল ইউথ কনফারেন্স দমদম সেন্ট স্টিফেন'স চার্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় বিশপ উক্ত কনফারেন্সে যুবকদের উদ্দেশে বলেন - ''হে যুবকরা তোমরা প্রাচীনের বশীভূত হও''। ভবিষ্যতে যুবকদের কি কি করণীয় সে সম্পর্কে উপদেশ দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গান, নাচ, বাইবেল প্রচার, ও ফুটবল প্রতিযোগীতায় প্রত্যেকে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৪ঠা জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপন করা হয়। ৮০ জন ইউথ উপস্থিত ছিল। ফুটবলের জোনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

কাকদ্বীপে নতুন মন্ডলী স্থাপনে বিশপের উদ্যোগ

মাননীয় বিশপের স্বপ্ন বারাকপুর ডায়োসিসের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন মন্ডলী স্থাপন করে ডায়োসিসের ভৌগলিক সীমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। গত ৬ ই জুন মাননীয় বিশপ ও ডায়োসিসান সম্পাদক শ্রী সুকল্যান হালদার উক্ত কারণে কাকদ্বীপ অঞ্চলের ৫ টি ব্লক ভিজিট করেন। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ এই যে কাকদ্বীপ, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা এই পাঁচটি ব্লকে নতুন মিশন ফিল্ড স্থাপনের জন্য পরিদর্শন ও অনুসন্ধান করেন এবং ২২ টি মিশন ফিল্ডের সন্ধান পান। গত ১৪ তারিখের ইসিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই মিশন ফিল্ড গুলি ডায়োসিসের অধীনে গ্রহণ করা হবে। এই ২২ টি অঞ্চলের প্রায় ২০০০ জন বাপ্তিস্ম গ্রহণকারী খৃষ্টান মানুষ আছেন।

DYFC এর ক্যানিঙ ও কেওড়াপুকুর জয়েন্ট ইউথ কনফারেন্স

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে গত ১০ এবং ১১ ই জুন ক্যানিং এবং কেওড়াপুকুর জোনের জোনাল ইউথ কনফারেন'স অনুষ্ঠিত হল ক্যানিং সেন্ট গাব্রিয়েল চার্চে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। বিশপ মহাশয় যুবকদের আরো মন্ডলীর কাজে উদ্যোগি হতে বলেন। বিশপের যে স্বপ্ন যুবকদের নিয়ে সেটা তিনি বলেন। যুবকদের উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেন এবং যুবকদের যাতে খৃষ্টের পথে অনুগামী হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গান, নাচ, বাইবেল প্রচার ও ফুটবল প্রতিযোগীতায় প্রত্যেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ২ দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ২৩০ জন যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিল।

দেউলি চার্চ ভিজিট

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় ডায়োসিসে গত বছর থেকে গ্রীণ ডায়োসিস মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এই বছরেও ঐ কর্মসূচী রূপায়নের আবেদন রেখেছিলেন মাননীয় বিশপ প্রতিটি মন্ডলীর কাছে ও শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে। এইরকমই একটি কর্মসূচী উপলক্ষে তিনি কুমড়োখালি পাস্টোরেটের দেউলি মন্ডলীতে গত ৯ তারিখে যোগ দেন। ঐদিন স্থানীয় মন্ডলীতে যুব সমিতি ও মহিলা সমিতির যৌথ সম্মেলনে যোগ দিয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন এবং একটি নারকেল গাছ লাগিয়ে আশীর্বাদ করেন। ১৩৫ জন যোগ দিয়েছিলেন।

বামনপুকুর চার্চ ভিজিট

গত ৯ তারিখে ক্যানিং পাস্টোরেটের অন্তর্গত বামনপুকুর মন্ডলী মাননীয় বিশপ ও ডায়োসিসান সম্পাদক ভিজিট করেন। মাননীয় বিশপ পাস্টোরেটের ছোটো ছোটো মন্ডলী গুলির প্রতি যত্নবান স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করতে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কারণে তিনি পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় নেতৃত্ব ও পি আই সি রেভারেন্ড সৌমেন মন্ডলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ইমানুয়েল কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন

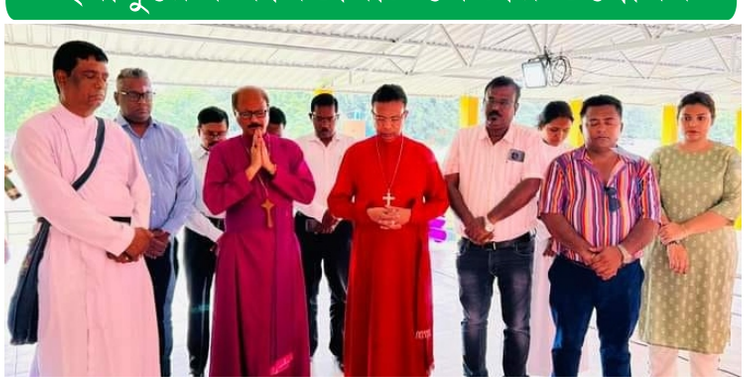

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী আধুনিকভাবে পাস্টোরেট গুলির আর্থিক উন্নয়ণ ঘটুক সেই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে কাজ করেছেন এবং যেসব পাস্টোরেট বিশপের ভাবনায় সমভাবে ভাবছেন তাদের তিনি সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। গত ১২ জন মাননীয় বিশপ কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটের ডাঙ্গাপাড়া কম্পাউন্ডে অত্যন্ত সুন্দর - ইমানুয়েল কমিউনিটি সেন্টারের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং।

ডায়োসিসের উন্নয়ণে বিশপ মশাই কাজ করছেন

ডায়োসিসের উন্নয়ণের স্বার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। ডায়োসিসের ছাত্র ছাত্রীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে, ফ্রী স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস এর ব্যবস্থা করেছিলেন বিসপ মশাই। গত ১৬ তারিখে বারুইপুরে সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারভিউ নিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলে (বিভিন্ন শাখাতে) চাকরীর সুযোগ করে ছিলেন ৭ জন।

মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ১২ জন। এদের মধ্যে ৭ জন ইন্টারভিউতে পাশ করেন এবং তৎক্ষনাৎ উক্ত ৭ জনকে ৪ টি স্কুলে মাননীয় বিশপ রিক্রুট করেন যেমন - ৩জন SSS Habra, ২ জন SSS Baruipur, ১ জন SSS Kakdweep, ১ জন SSS Keorapukur, ১ জন SSS Dum Dum।

বাসন্তী পাস্টোরেটে মহিলা সম্মেলন

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের দায়িত্ব নেবার পর থেকেই তিনি ডায়োসিসের অভ্যন্তরে মহিলা সমাজের উন্নয়ণে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ণমুখী কর্মসূচী বিশেষত সেমিনার, কণফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন পাস্টোরেটে। গত ১৭ই জুন বাসন্তী পাস্টোরেটের চোরা ডাকাতিয়ার এপিফানি মন্ডলীতে পাস্টোরেটের মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ক্যানিং, কুমড়োখালি, গোসাবা পাস্টোরেটের মায়েরা মিলে প্রায় ২২৫ জন মা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের থিম ছিল- " নারীগণের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা"। উপস্থিত ছিলেন DWFCS-র সভানেতৃ ডায়োসিসের ফার্স্ট লেডি ফ্লোরেন্স সুপ্রিয়া চক্রবর্তী, মাননীয় বিশপ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উপদেশ দেন।

বালিউড়া মন্ডলীতে চার্চের পুরানো ছাদ ভাঙার কাজ চলছে

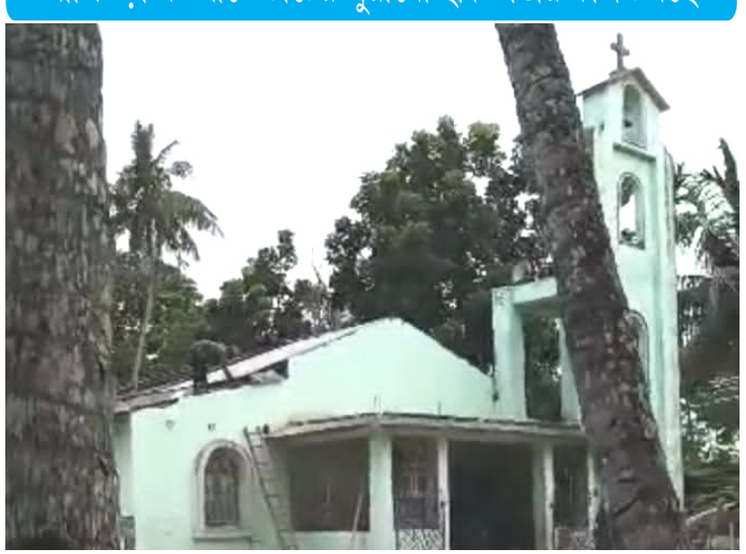

শোলুয়া পাস্টোরেটের অধীনস্ত বালিউড়া সেন্ট মার্কস চার্চের এসবেস্টস দিয়ে যে ছাদ ছিল সেই ছাদ ভেঙ্গে নতুন করে ঢালাই ছাদ যাতে তৈরী করা যায় সেই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের প্রার্থনা ও দাবী ছিল এবং নানা জটীলতা কাটিয়ে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয় উদ্যোগী হন এবং গত ১৯ শে জুন মাননীয় বিশপ উপাসনা পরিচলনা করেন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে নতুন ছাদ তৈরীর কাজ শুরু হয়।

ডায়োসিসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ণ চলছে

গত ২১ শে জুন মাননীয় বিসপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয় উদ্বোধন করলেন সেন্ট স্টিফেন'স বয়েজ হোস্টেল যেখানে ৬০ বেডের ব্যবস্থা আছে, ওয়েসলী ডিপার্টমেন্টে শিশুদের খেলার ঘর, অডিও ক্লাসরুম, নতুন ইনচার্য অফিস, নতুন একাউন্ট অফিস, নতুন স্কুল ক্যান্টিন এবং বাচ্চাদের নানা খেলার সামগ্রী। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়োসিসের নেতৃবৃন্দ। সামগ্রিকভাবে ডায়োসিসের উন্নয়ণে বিশপ মশাইয়ের নেতৃত্বে ও সুপরিচালনায় তরান্বিত হয়েছে জীবনমুখী শিক্ষার ধারা।

ক্যানিং জোনাল মহিলা সম্মেলন

গত ৩০ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় ডায়োসিসের মহিলা সমাজের উন্নয়ণে লক্ষ্যে ক্যানিং জোনের মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এই সম্মেলনে মাননীয় বিশপ উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত শিক্ষণীয় মূল্যবান উৎসাহমূলক উপদেশ দেন। সমিতির সভাপতি শ্রীমতি ফ্লোরেন'স সুপ্রিয়া চক্রবর্তী এবং ট্রেজারার অনন্যা মান্ডল বক্তব্য রাখেন। যোগদেন কুমড়োখালি, বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং পাস্টোরেটের মহিলা। ৭০ জন মহিলা প্রতিনিধি যোগ দেন। সিনোডের মহিলা সমিতির একটি FD নিয়ে সমস্যা চলদিন ৮ বছর ধরে কিন্তু মাননীয় বিশপ সিনোড মহিলা সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থানীয় SBI ব্যাঙ্কে গিয়ে সমস্যা মিটিয়েছেন। এই বিষয় গুলি নিয়ে এবং দমদম তথা সমগ্র ডায়োসিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি নিয়ে যিনি স্বপ্ন দেখেন ও বিশপকে স্বপ্ন দেখান তিনি এস এস দমদমের তথা বিডিসি ও জিবিএফবি এর সেক্রেটারি শ্রী সুকল্যান হালদার আজ বিশপ মহাশয়ের হাত ধরে সেই স্বপ্নের কিছুটা তিনি পুরোন করলেন।

ওয়েসলী ডিপার্টমেন্ট এ নতুন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা

মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ণে দ্রুত কাজ করে চলেছেন নতুন নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সফল রূপায়নের মাধ্যমে। গত ২১ শে জুন দমদম সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের ওয়েসলী ডিপার্টমেন্টের নতুন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রূপে দায়িত্ব নিলেন শ্রীমতী অনুপমা টপ্পো। ঐদিন মাননীয় বিশপ শ্রীমতী টপ্পোকে অভিষিক্ত করেন।

গাংরাই পাস্টোরেটে নতুন চার্চ নির্মাণ হবে

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং সুপরিকল্পনায় ডায়োসিসের অভ্যন্তরে গীর্জাঘর গুলির সংস্কার চলছে। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে গাংরাই পাস্টোরেটের যেন চার্চ সেন্ট থোমাস চার্চের পুরাতন জীর্ন গীর্জাঘর ভেঙে তৈরী হবে। মাননীয় বিশপ মশাই এই কার্যের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী তদারকি করবেন যা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। গত ২১ জুন মাননীয় বিশপ বিকাল বেলায় প্রার্থনার মাধ্যমে কাজের শুভ সূচনা করেন।

চাপড়াতে সমীরণ বিশ্বাসের বাড়ী ভিজিট

চাপড়া পাস্টোরেটের প্রাক্তন সম্পাদক ও নদীয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী সমীরণ বিশ্বাসের একমাত্র পুত্র সন্দীপন বিশ্বাসের অকালপ্রয়াণে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শান্তনা জানাবার জন্য সহৃদয় মানবদরদী মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী শত ব্যস্ততার মধ্যেও ছুটে যান চাপড়াতে গত ২১ শে জুন সকালে এবং পরিবারের জন্য এবং অকাল প্রয়াত যুবক সন্দীপন বিশ্বাসের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেন ও শান্তনা বাক্য দান করেন।

দমদম শালোমহোম অধিগ্রহনের চুক্তিপত্র

দমদম শালোম হোম একটি বৃদ্ধাশ্রম। এটির প্রতিষ্ঠতা ও মূল পরিচালক হচ্ছেন ড. স্বপন কুমার মুখুটি। তিনি বর্তমান হোমটির পরিচালনার ভার স্থায়ী ভাবে হস্তান্তর করতে চান বারাকপুর ডায়োসিসকে। ডায়োসিসের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের (বিশেষত যাদের কেউ নেই এইরকম) তাদের কথা ভেবে সহৃদয় বিশপ মশাই এই হোমটিকে ডায়োসিসের অর্ন্তভুক্ত করতে চেয়ে আলোচনায় বসেন ও একটি মৌচুক্তিতে স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন।

ফাস্টিং প্রেয়ার অনুষ্ঠিত হল বারাকপুরে

বারাকপুর ডায়োসিসের অভ্যন্তরে প্রতিটি মন্ডলীতে আত্মিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর বিষয়ে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী অত্যন্ত আন্তরীক ও আত্মিকভাবে ডায়োসিসকে উদ্দীপিত করছেন দিন প্রতিদিন। গত ২৪ তারিখে বারাকপুর পাস্টোরেটের পরিচালনায় একদিনের উপবাসের প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে মাননীয় বিশপ অত্যন্ত প্রানবন্ত গান প্রার্থনা ও প্রভুর বাক্য প্রচার করে উপস্থিত ভক্ত বৃন্দদের আত্মায় উদ্দীপিত করেন।

সেন্ট পিটার্স চার্চ, জোনপুরের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৯ তারিখে কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটের জোনপুর মন্ডলীর সেন্ট পিটার্স চার্চ এর প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহে পালিত হল। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী খুবই মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীর হৃদয়কে জাগরিত করেন আত্মিকভাবে। ফেলোশিপ লাঞ্চের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সোনারপুর সেন্ট স্টিফেন'স চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৫ শে জুন ক্যানিং পাস্টোরেটের অর্ন্তগত সোনারপুর সেন্ট স্টিফেন'স চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত করেন স্থানীয় মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাগণ। ঐদিন পবিত্র প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ এবং তিনি মনোগ্রাহী উপদেশ দেন ও উপস্থিত ভক্তমন্ডলী অত্যন্ত তৃপ্ত হন। সোনারপুরে একটি সুন্দর চার্চ তৈরী হয় যাতে তার জন্য পূর্বতন বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্ন সার্থক করতে ডায়োসিসের প্রাক্তন সম্পাদক মনোজ মন্ডল, রেভারেন্ড অমলেন্দু কুমার বিশ্বাস ও মঞ্জুর হালদার অনেক পরিশ্রম করেছেন। ঐদিন রেভারেন্ড অমলেন্দু বাবু এবং মনোজ বাবু বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ণে বিশপের পদক্ষেপ

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর বিশেষ উদ্যোগে এবং সুপরিকল্পনায় সেইসাথে সুপরিচালনায় বারাকপুর ডায়োসিসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষত এই শিক্ষা অনুরাগী মানুষটির জন্যেই ডায়োসিসের অভ্যন্তরে উন্নয়নমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ২৮ তারিখে SSS Habra র নতুন একটি ভবনের উদ্বোধন করেন কলকাতা ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে নতুন ভবন বিশপ ড.পরিতোষ ক্যানিং এর সম্মানার্থে উৎসর্গ করা হয়েছে 'ক্যানিং ব্লক' নামে।

অনলাইনে প্রচার করলেন মাননীয় বিশপ

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী একজন সুবক্তা রূপে ইতিমধ্যে অন্যান্য মিশনারী প্রতিষ্ঠানের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন কারণ অন্যান্য মিশনারী সংগঠনের সাথে তার আন্তরীক সুসম্পর্ক গড়ে তোলাটায় বড় কারণ। গত ৩০ তারিখে Trance World Radio Service এর অনুরোধে অনলাইনে প্রভুর বাক্য প্রচার করেন মাননীয় বিশপ।

আমাদের বহরমপুর পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।। জনসন সন্দীপ

মুঘল আমলে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা। মূর্শিদকুলি খাঁ নবাব হবার পরে এবং সুবা শাসনের সুবিধার জন্য স্থানান্তর করে ভাগিরথী নদীর ধারে স্থাপন করেন। স্থানটি রেশম উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত ছিল। রেশম ব্যবসার কারণে নদীপথে ইউরোপের বিভিন্ন খৃষ্টান দেশের বনিকরা বানিজ্য কারণে মূর্শিদাবাদে আসতে থাকে এবং বানিজ্যেকুঠি নির্মাণ করতে থাকে। এইভাবে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রবেশ ঘটে এই জেলাতে ১৭১৭ খৃঃ থেকে ১৭২৭ খৃঃ এর মধ্যবর্তী সময়ে।

১৮০১ খৃঃ ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি বহরমপুরে প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচার করে উইলিয়াম কেরীর উদ্যেগে। ১৮১৪ খৃঃ প্রাণকৃষ্ণ ও নিধিরাম নামে দুইজন ক্যাটিখিষ্ট বা দেশীয় প্রচারক স্থায়ীভাবে প্রচারকাজ শুরু করে বহরমপুরের সেনা ছাউনির ইউরোপীয় সৈনিকরা এই সাহায্য করতেন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিষেধাজ্ঞা সত্বেও প্রচার কাজ চলতো। ১৮১৬ খৃঃ প্রথম ইউরোপীয় মিশনারী রেভারেন্ড ডব্লিউ জে. বেকিটস্ আসেন এরপরে রেভারেন্ড স্টিফেন্স সাটন আসেন এবং ইনিই প্রথম আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতন করেন - বহরমপুর, মূর্শিদাবাদ, দৌলতাবাদে। ১৮২২ খৃঃ এই মিশনারী সোসাইটি তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়।

১৮২৩ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর রেভারেন্ড মিকাইয়া হিল তাঁর দুই সাথী রেভারেন্ড ট্রউইন এবং ওয়ার্ডনকে সাথে নিয়ে ভাগীরথী নদীপথে বহরমপুরে এসে পৌছান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক অনুমতি পেতে দেরী হয়। ১৮২৪ খৃঃ ৮ই মার্চ মিসেস হিলকে নিয়ে পুণরায় আসেন ও মিশনকাজ করার অনুমতি পান। ১৮২৫ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর তাঁদের পুত্র স্যামুয়েল জন হিলের জন্ম হয়।

তখন মূর্শিদাবাদের রাজধানী অংশ ও বহরমপুর সেনা ছাউনির অংশতে খানিকটা নগরের পরিবেশ ছিল। এছাড়া ছোটো ছোটো অন্ধকার গ্রাম, কাঁচা রাস্তাঘাট, ঝোপ জঙ্গল পশু সাপ পোকামাকড় ভরা পরিবেশ। এইরকম অন্ধকার জনজীবনে খৃষ্টান মিশনারীগণ নবসভ্যতার আলো নিয়ে আগমন করেন।

এই মিশনারীদের প্রচারের ফলে ১৮২৬ খৃঃ ১০ই মার্চ রবোনা গ্রামের বাসিন্দা জামাল নামে একজন তেলি সম্প্রদায়ের ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ওই ধর্মান্তরের ফলশ্রুতিতে মিকাইয়া হিলকে অনেক বিতর্ক ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এরপর থেকে তিনি যেখানে যেখানে খৃষ্টপ্রচারের জন্য যেতেন সেখানে সেখানে তাঁকে ধিক্কার জানাত, শিস দিত, করতালি সহযোগে চিৎকার করে 'হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে তার কণ্ঠস্বর চেপে দিত।

গ্রামীন জনজীবনে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য বিভিন্ন গ্রামে দয়া নগর, গোপাজান, চৈতন্যপুর সহ আরো ছয়টি বিদ্যালয় এবং পূর্বেকার বি. এম. এস মিশনের সাতটি বিদ্যালয় পরিচালনার ভার নেন।

মিসেস হিল স্ত্রী শিক্ষার উন্নয়ণে ১৮২৪খৃঃ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৫ খৃঃ চারটি নেটিভ ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১টি স্কুল খৃষ্টানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই চারটি ফিমেল স্কুলের মধ্যে তিনটি ছিল - গোরাবাজার, কালিকাপুর, ফরাসডাঙ্গায়। স্ত্রী শিক্ষার উন্নয়ণে মিসেস হিল, মিসেস ওয়ার্ডেন, মিসেস ব্রাডবারী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এছাড়াও ছয়খড়ি এবং দৌলতাবাদের বালিকা বিদ্যালয় দেখাশোনা করতেন। মূর্শিদাবাদে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন মিসেস প্যাটার্সন।

সেন্ট জন'স চার্চ, বহরমপুর

১৭০৪ খৃঃ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মূর্শিদাবাদ নগর পত্তনের সময় বহরমপুর ছিল রাজধানীর দক্ষিণে একটি গ্রাম। তখন তার নাম ছিল সাতপুকুরিয়া ব্রহ্মপুর। সেসময়ে ঐ গ্রামে ৭০০ ঘর ব্রাহ্মন বাস করতো তাই স্থানটির নাম হয় ব্রহ্মপুর। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ আমলে ব্রহ্মপুর উচ্চারণ করতে গিয়ে ইংরেজদের হাত ধরে। পলাশীর যুদ্ধের পরে এই এলাকাতে সেনানিবাস (ক্যান্টনমেন্ট) তৈরী করে ইংরেজরা ১৭৬৫ খৃঃ ৪০০ বিঘা জমি ব্রহ্মপুর মৌজাতে দান করেন মিরজাফর ইংরেজদের।

বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের ইউরোপীয় খৃষ্টান সৈনিকদের ধর্মীয় সামাজিক পরিষেবা দেবার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চ্যাপলেনরা। স্থায়ী কোন উপাসনালয় বা পাদরী ছিল না। ১৮১৪ খৃঃ ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস যেদিন বহরমপুরে স্থাপিত ইংরেজ সৈন্য শিবির বা ক্যান্টনমেন্ট পরিদর্শনে আসেন, সেদিন পরিদর্শনের পর তিনি এই স্থানের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঘুরে ঘুরে অবলোকনে করেন এবং অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পরে স্থানীয় উচ্চ পদস্থ ইংরেজ অফিসারদের কাছে এই স্থানের প্রশংসা করে বলেছিলেন - ''সবই ঠিক আছে তবে এখানে চার্চ হলে খুবই ভালো

রেভারেন্ড মিকাইয়া হিল

রেভারেন্ড স্যামুয়েল জন হিল

St. John's Church, Baharampur pastorate

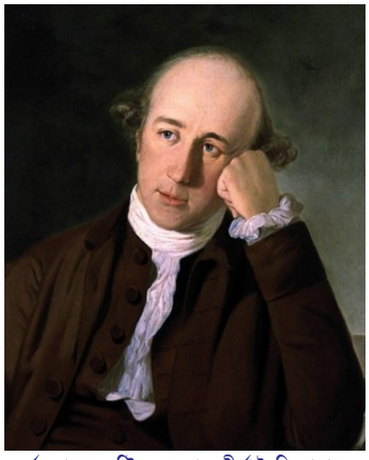

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং, বহরমপুরে গীর্জা তৈরির প্রস্তাবক

ডাক্তার সুষমা ময়ী মন্ডল, LMS

রেভারেন্ড হোয়াইট (মাঝখানে)

হতো"। হেস্টিংসের প্রস্তাবে ১৮২৩ খৃঃ রেভারেন্ড মিকাইয়া হিল লন্ডন মিশনারী সোসাইটির অধীনে মিশনারী হয়ে বহরমপুরে আসেন, তখন ডেভিড ডেল নামে একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী যিনি প্রকৃতই একজন খৃষ্টভক্ত ছিলেন, তাঁর সহযোগিতায় ও প্রেরণায় রেভারেন্ড হিল উক্ত ইংলিশ চ্যাপেল নির্মাণ করতে সমর্থ হন। মিস্টার ডেভিড ডেল উক্ত ইংলিশ চ্যাপেল নির্মানের জন্য ক্যান্টনমেন্টের উত্তরাংশে একখন্ড জমির ব্যাবস্থা করে দেন। ১লা জানুয়ারী ১৮২৮ খৃঃ উক্ত ইংলিশ চ্যাপেল সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে অস্থায়ী ভাবে লালদীঘির উত্তর - পশ্চিম কোণের দিকে ' 'ক্যানন হাউস" গৃহে প্রতি রবিবারে উপাসনা হতো। পরবর্তী সময়ে রেভারেন্ড স্টার্সবার্গ (১৮৯৬-১৯৩৯খৃঃ) এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিধস্ত ইংলিশ চ্যাপেলের স্থানে বর্তমান গীর্জাঘরটি তৈরী হয় এবং ১৯২৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী শুভ নববর্ষের দিন রেভারেন্ড সুরেন্দ্র কুমার ঘোষ মহাশয়ের পৌরহিত্যে উপাসনার মাধ্যমে শুভ সূচনা ঘটে। লন্ডন মিশনারী সোসাইটি (LMS) সেন্ট জন'স চার্চ তৈরী করেছিল।

সেন্ট জেমস চার্চ, জিয়াগঞ্জ

মূর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির মিশনারী খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করে জোর কদমে। মিশনারীদের সামাজিক উন্নয়ণের কাজকর্ম দেখে স্থানীয় বহু ধনী ও জমিদারগণ তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। জিয়াগঞ্জে LMS মিশনারীরা খৃষ্টধর্মপ্রচার করতেন এবং হাসপাতাল তৈরী করার সূত্রে ও কর্মসূত্রে দেখতে দেখতে ঐ হাসপাতালকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের আশে পাশে জঙ্গল পরিস্কার করে লোক বসতি বাড়তে থাকে। এর মধ্যে ডাক্তারদের আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অনেকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে খৃষ্টীয়ান বলে পরিচিত হন এবং বলা বাহুল্য জিয়াগঞ্জে একটি খৃষ্টিয়ান পল্লীও গড়ে ওঠে। সেই কারণে এই সকল ব্যক্তিদের উপাসনা করার জন্য একটি উপাসনা গৃহের (চার্চ) প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি পরিবার ও প্রাতঃকালীন উপাসনা করার জন্য ১৯৫১ খৃঃ হাসপাতালের লাগোয়া পশ্চিমদিকে উপাসনা গৃহ বা চার্চটি স্থানীয় খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের লোকজন ও হাসপাতালের কর্মীদের জন্য ও ওদের সাহায্যে নির্মিত হয়। সে সময় চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার অন্তর্গত বেঙ্গল ক্রীশ্চান কাউন্সিল এই নির্মাণ কার্যে সাহায্য করেন। এই গীর্জার নাম সেন্ট জেমস চার্চ।

লন্ডন মিশন হাসপাতাল, জিয়াগঞ্জ

মূর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বা প্রথম মেডিক্যাল হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন লন্ডন মিশনারী সোসাইটির মিশনারীগণ। ১৮৯৮ খৃঃ এল এম এস মিশনারি ডাক্তার মিস লুসি নিকল্‌সন্ যিনি পরবর্তী সময়ে লুসি জয়েস নামে পরিচিত হন। সুদুর ইংল্যান্ডে থেকে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মূর্শিদাবাদ জেলার দরিদ্র পীড়িত মানুষের সেবা করার মনোভাব নিয়ে জিয়াগঞ্জে এসে তৎকালীন তথাকার স্বনামধন্য জমিদার রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিং নেহালিয়া মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। জিয়াগঞ্জের সমস্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সেখানকার দরিদ্রতম পীড়িত মানুষদের অবস্থা দেখে তাঁর হৃদয় বিশাদে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ অর্থাভাবে না খেতে পেয়ে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। ডাক্তার লুসির অনুরোধে জমিদার বহু বিঘা জমি হাসপাতাল তৈরীর জন্য দান করেন। ১৮৯৪ খৃঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী এক শুভ লগ্নে দুঃস্থ পীড়িত মানুষের সেবার জন্য উক্ত জমিতে একটি আটচালা খড়ের ছাউনির কুটির নির্মাণ করে প্রথমে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ খৃঃ ডাঃ মিস এ্যালিস হকার সাহায্যকারী হিসাবে আসেন। ডাক্তারদের অনুরোধে শ্রীপৎ সিং রাজবাড়ীর সামনে উপাসনা করার জন্য একটি বাড়ী দান করেন যেটিকে আজো গীর্জাবাড়ী বলা হয়। ১৯০৩-৪ খৃঃ LMS- এর অনুদানে উক্ত কুঁড়ে ঘরের স্থানে 'লাল কুঠি' নামে ইটের বাড়ী তৈরী করে। 'লন্ডন মিশন হাসপাতাল' এর কাজ পাকাঘরে শুরু হয়। ১৯১০ খৃঃ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড চালু হয়।

১৯১৭ খৃঃ প্রথম Christian Nursing Training Centre চালু হয়। বহু গরিব মেয়েরা এইখানে নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮৩ খৃঃ এই সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২৭ খৃঃ তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর ইসাবেল মুর মেটারনিটি ওয়ার্ড তৈরীর সকল খরচ বহন করেন। ১৮৯৪ খৃঃ এই হাসপাতাল সরকার অধিগ্রহণ করে এবং ১৯৯৫ এর ১৪ জুলাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এই ঐতিহাসিক হাসপাতাল।

ইউনিয়ান খৃষ্টীয়ান ট্রেনিং কলেজ, বহরমপুর

ইউনিয়ান খৃশ্চীয়ান ট্রেনিং কলেজটি (VCTC) বা বি. টি. কলেজটি স্থানীয় বহরমপুর মন্ডলী বা চার্চকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টান মিশনারী স্কুলের শিক্ষক - শিক্ষিকাদের ট্রেনিং - এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারতের ন্যশনাল খৃশ্চীয়ান কাউন্সিল।

রেভারেণ্ড থমাস ক্লিমেন্ট ভিকারী
☐ প্রথম অধ্যক্ষ ☐
(১৯৩৮-৫৬)

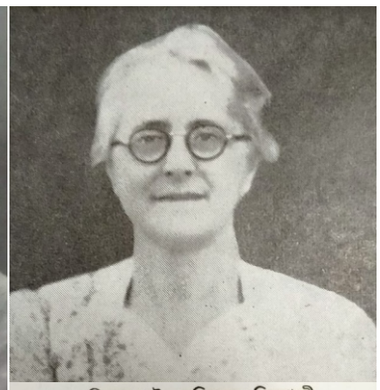

মিসেস ই. মুরিয়েল ভিকারী
☐ অধ্যাপিকা ☐
(১৯৩৮-৫৬)

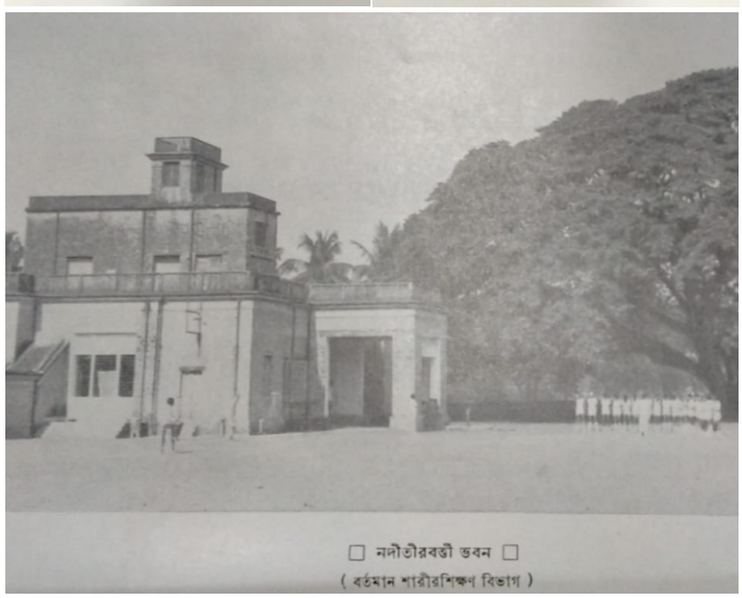

☐ নদীতীরবর্ত্তী ভবন ☐
(বর্তমান শারীরশিক্ষণ বিভাগ)

ছোটোকুঠি (গীর্জা বাড়ি), জিয়াগঞ্জের প্রথম চার্চ

সেন্ট জেমস চার্চ, জিয়াগঞ্জ

রেভারেন্ড ড. অটো হ্যারী স্ট্রার্সবার্গ (যিনি জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি করেছিলেন) এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে খাগড়ার এল. এম. এস বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুলের ছাত্রাবাসে স্থাপন করে। এই বাড়ীটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর ছিল। ১৯৩৮ খৃঃ ১লা জানুয়ারী ৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কলেজের শিক্ষাবর্ষর পথ চলা শুরু হয়। প্রথম অধক্ষ্য ছিলেন রেভারেন্ড থোমাস ক্লিমেন্ট ভিকারী ১৮৩৫-৫৬ খৃঃ দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস ই. মুরিয়েল ভিকারী ছিলেন অধ্যাপিকা।

পুরোহিতদের তালিকা ঃ

1. Rev. Micaih Hill	1828 - (Founder)
2. Rev. W.G. Brockway	1891 - 1892
3. Rev. A. Jewson	1892 - 1893
4. Rev. Rev. N.H. Dols	1893 - 1894
5. Rev. Andrew Sund	1894 - 1897
6. Rev. John Alfred Inyee	1897 - 1899
7. Rev. Jas H. Brown	1899 - 1902
8. Rev. John Alfred Inyee	1902 - 1905
9. Rev. Kaliprsanna Mukharjee	1905 - 1906
10. Rev. Paul Biswas	1906 - 1909
11. Rev. Kaliprsanna Mukharjee	1909 - 1912
12. Rev. R.F. Hordon	1912 - 1913
13. Rev. Kaliprsanna Mukharjee	1913 - 1920
14. Rev. Paul Biswas	1920 - 1926
15. Rev. Surendra KR. Ghosh	1926 - 1927
16. Rev. Otto N. Stursberg	1927 - 1930
17. Rev. Srinath Adhikari	1930 - 1940
18. Rev. F. Fedrick	1940 - 1950
19. Rev. M.K. Patra	1950 - 1962
20. Rev. Sudarsan Das	1962 - 1980
21. Rev. Moni Das	1980 - 1985
22. Rev. Kamal Dhara	1985 - 1989
23. Rev. Hanak Mondal	1989 - 1990
24. Rev. Achal KR. Naru	1990 - 1997
25. Rev. W. P. Mandal	1997 - 2004
26. Rev. Binay Bushan Hansda	2004 - 2006
27. Rev. Tapas Biswas	2006 - 2008
28. Rev. Manas KR. Rong	2008 - 2018
29. Rev. Arijit Halder	2018 - 2021
30. Rev. Subrata Mallick	2021 - 2021
31. Rev. Jayatpaul Hansda	2021 -

তথ্যসূত্র ঃ মূর্শিদাবাদ জেলায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ ও অবদান - আশিষ কুমার মন্ডল

ইউনিয়ন খৃষ্টীয়ান ট্রেনিং কলেজ, বহরমপুর

লন্ডন মিশন প্রাইমারী স্কুল, জিয়াগঞ্জ (বর্তমানে বন্ধ)

লন্ডন মিশন হাসপাতাল, জিয়াগঞ্জ

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86, Middle Road, Barrackpore, Kolkata - 700120, West Bengal India.
Office phone no: +91 33 2592 0147; Email: tellitout@rediffmail.com
+91 7501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in

The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The. Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI